দৈনিক বাংলা 008

তারিখ 13 OCT 1985
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেসরকারী স্কুলের হাল

প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক মাতন [illegible] বলেছেন বেসরকারী স্কুলগুলির উন্নয়নে যথাসাধ্য সাহায্য করতে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মন্ত্রী একটি স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন।

আমাদের দেশের শিক্ষাঙ্গনে বেসরকারী স্কুলগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রী বেসরকারী স্কুলেই যাতায়াত করে। স্বল্পসংখ্যক সরকারী স্কুলে ভর্তি হবার সুযোগ সবার হয় না। বিশেষ করে গ্রামগুলিতে বেসরকারী স্কুলই ভরসা। সেদিক থেকে বিচার করলে বলতে হয়, শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বেসরকারী স্কুলগুলির ভূমিকাই মুখ্য। অবশ্য তার অর্থ এ নয় যে বেসরকারী স্কুলগুলি এই ভূমিকা সুষ্ঠুভাবে পালন করতে সক্ষম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে বেসরকারী স্কুলগুলি এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারছে না। পরীক্ষায় পাশের হার দেখলে বেসরকারী শিক্ষায়তনগুলির দুরবস্থা সবার চোখেই ধরা পড়তে বাধ্য।

বিভিন্ন বাস্তব কারণেই বেসরকারী স্কুলগুলিতে শিক্ষার মান বজায় রাখা সম্ভব হয় না। আর্থিক অসুবিধার জন্যে বেসরকারী স্কুলগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হয় না। যাঁরা শিক্ষকতা করেন তাঁরাও নিয়মিত বেতন না পাওয়ায় কাজে বিঘ্ন দেখা দেয়। বেসরকারী স্কুলে ভাল লাইব্রেরী নেই। ল্যাবরেটরী নেই। ছাত্রছাত্রীদের বসার উপযুক্ত ব্যবস্থা বা ভবনও নেই অনেক শিক্ষায়তনে। অনেক দৈন্য সেখানে। এর ফলে শিক্ষার মানে ব্যাপক তারতম্য।

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মানে অল্প-স্বল্প তারতম্য থাকতে পারে। সব দেশেই এমন থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মানে তারতম্য দারুণ সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করছে। এই পার্থক্য কমিয়ে আনার জন্যে বেসরকারী স্কুলগুলিকে শুধু সাহায্য দিলেই যথেষ্ট হয় কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। অবশ্য বেসরকারী স্কুলগুলি যে দেদার সাহায্য পায়, তাও নয়। শিক্ষার মান এবং অন্যান্য ব্যাপারে বেসরকারী স্কুলকে সরকারী স্কুলের পর্যায়ে আনতে চাইলে বেসরকারী স্কুলের দায়িত্ব সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষাঙ্গনে মানের সমতা বিধানের জন্যেই তা করা দরকার।